গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
আইন-২ শাখা
৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.moind.gov.bd

নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০৫৯.০৪.০০২.১৯- ৭৮

তারিখ: ২৩ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০৭ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়:- 'বয়লার আইন, ২০১৯'এর খসড়া প্রণয়নে মতামত প্রদান সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১৯২৩ সালের বয়লার আইন সংশোধন কল্পে 'বয়লার আইন, ২০১৯' এর খসড়া শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রণয়ন করা হয়েছে (শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটের নোটিশ বোর্ড হতে ডাউন লোড করা যাবে)। প্রণীত খসড়ার উপর তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার লিখিত মতামত আগামী ১৮/০৭/২০১৯ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: সূত্রোক্ত পত্র ৬ পাতা।

(আফরোজা বেগম পারুল)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ +৮৮-০২৯৫৮৬৫১১
E-mail: saslaw2@moind.gov.bd

বিতরন: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, বিসিআইসি ভবন, দিলকুশা, ঢাকা
৪। চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসি, বিএসএফআইসি ভবন, দিলকুশা, ঢাকা
৫। চেয়ারম্যান, বিএসইসি, বিএসইসি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, (২য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা
৭। চেয়ারম্যান, বিজেএমসি, আদমজী কোর্ট ভবন, ১১৫-১২৪ মতিঝিল, ঢাকা
৮। চেয়ারম্যান, বিটিএমসি, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
১০। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১১। সভাপতি, মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, চেম্বার বিল্ডিং, ১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
১২। সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ডিসিসিআই), ৬৫-৬৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৩। সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (সি
সিসিআই), ডব্লিউটিসি ভবন, ১০৫ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম
১৪। সভাপতি, বিজিএমইএ, হাতিরঝিল লিংক রোড ২, ঢাকা-১২১৫
১৫। সভাপতি, বিকেএমইএ, ১৩/এ, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১০০০
১৬। সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, তেজগাঁও গুলশান লিংক রোড, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮
১৭। সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন, ইউনিক ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৮),৮পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
১৮। সভাপতি, বাংলাদেশ অটো মেজর এন্ড হাসকিং মিলস ওনার'স এসোসিয়েশন, ৫০/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা
১৯। সভাপতি, বাংলাদেশ পেপার মিলস এসোসিয়েশন, প্লট # ৩৩৫, ব্লক- ডি, আলহাজ আবদুস ছোবহান রোড, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
২০। সভাপতি, ফিড ইন্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (এফআইএবি), মেগা ডমিসিল, প্লট- ৯১, ফ্ল্যাট- বি-৬, রোড-০৪, ব্লক- বি, নিকেতন, গুলশান-০১, ঢাকা- ১২১২
২১। সভাপতি, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন, ৯৯, হাজারীবাগ, ঢাকা- ১২০৯
২২। সভাপতি, বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এসোসিয়েশন, ঢাকা

অনুলিপি:
১। সচিব এর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২। সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (বিবেচ্য খসড়া আইনের কপি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের অনুরোধসহ)
৩। অতিরিক্ত সচিব (অধি ও আইন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা [অতিরিক্ত সচিব (অধি ও আইন) মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য]
৪। যুগ্মসচিব (অধি ও আইন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা [গ্মসচিব (অধি ও আইন) মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য]

'বয়লার আইন, ২০১৯' এর খসড়া

বাষ্পীয় বয়লার সংক্রান্ত আইন সংহত ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

বয়লার ও বাষ্পনলের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বাষ্পীয় বয়লার সংক্রান্ত আইন সংহত ও সংশোধন করা সমীচীন; সেহেতু নিম্নবর্ণিত বয়লার আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হইল :-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।- (১)** এই আইন "বয়লার আইন, ২০১৯" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে,-

(ক) "বয়লার" অর্থ ২৫ লিটারের অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কোন বদ্ধ আধার বা পাত্র যাহা কেবল চাপযুক্ত বাষ্প উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত আধার বা পাত্রের সহিত সংযুক্ত কোন মাউন্টিং অথবা অন্য কোন ফিটিং যাহা বাষ্প প্রবাহ বন্ধ হইবার সময় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে চাপযুক্ত থাকে;

(খ) "বয়লার কম্পোনেন্ট" বলিতে বুঝায় বাষ্পনল, যোগান নল (Feed Pipe), ইকোনোমাইজার, সুপারহিটার, মাউন্টিং বা অন্যান্য ফিটিং যাহা বয়লার এর সাথে সংযুক্ত থাকে;

(গ) "বাষ্প নল" (Steam Pipe) অর্থ ৭.৬২ সেন্টিমিটারের অধিক অভ্যন্তরীণ ব্যাস বিশিষ্ট নল যাহার মধ্য দিয়া বাষ্প সরাসরি বয়লার হইতে অন্য যে কোন যন্ত্রে প্রবাহিত হয় এবং বাষ্প নলের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন সংযুক্ত ফিটিংসও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ২৪ এর (ক) এর অধীন গঠিত বয়লার বোর্ড, (খ) এর অধীন গঠিত বয়লার পরিচালনা প্রকৌশলী পরীক্ষক বোর্ড এবং (গ) এর অধীন গঠিত বয়লার পরিচারক পরীক্ষক বোর্ড;

(ঙ) "প্রধান পরিদর্শক", "উপ প্রধান পরিদর্শক" ও "পরিদর্শক" অর্থ এই আইনের অধীন যথাক্রমে প্রধান বয়লার পরিদর্শক, উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক, ও বয়লার পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি; তবে পরিদর্শক বলিতে প্রধান বয়লার পরিদর্শক, উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক ও বয়লার পরিদর্শক সকলকেই বুঝাইবে এবং পদগুলি কারিগরি পদ বুঝাইবে;

(চ) "পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ" বলিতে প্রধান বয়লার পরিদর্শককে বুঝাইবে, যিনি সংবিধিবদ্ধ আইনে বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট উৎপাদনকালে প্রত্যয়ন ও পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত। এছাড়াও "বয়লার বোর্ড" কর্তৃক স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট উৎপাদনকালে প্রত্যয়ন ও পরিদর্শন কার্যসম্পাদনের জন্য "পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ" হিসেবে পরিগণিত হইবে;

(ছ) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" বলিতে প্রধান বয়লার পরিদর্শক, উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক, বয়লার পরিদর্শক, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সেই এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(জ) "মালিক" অর্থ মালিক নিজে বা মালিকের প্রতিনিধি হিসাবে বয়লার ব্যবহারকারী কোন ব্যক্তি এবং বয়লারের মালিকের নিকট হইতে ভাড়ায় অথবা ধারে লইয়া বয়লার ব্যবহারকারী কোন ব্যক্তিও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ঝ) "বয়লার নির্মাতা" বলিতে বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট নির্মাণ কাজে স্বীকৃত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ঞ) "বয়লার মেরামতকারী" বলিতে বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্বীকৃত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ট) "বয়লার নির্মাণ" বলিতে বয়লার বা বয়লার কম্পোনেন্ট নির্মাণ, সংযোজন ও ফেব্রিকেশন অথবা উভয়কে বুঝাইবে;

(ঠ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইন দ্বারা নির্ধারিত;

(ড) "স্বীকৃত" বলিতে এই আইন দ্বারা স্বীকৃত;

(ঢ) "দুর্ঘটনা" অর্থ কোন বয়লার অথবা বাষ্পনলে বিস্ফোরণ অথবা কোন বয়লার বা বাষ্পনলের এইরূপ ক্ষয়ক্ষতি যাহাতে বিস্ফোরণ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

৩। প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা।—

এই আইনের কোন কিছুই নিম্ন বর্ণিত কোন বয়লার অথবা বাষ্প নলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) কোন জাহাজ বা জলযান এ ব্যবহৃত বয়লার বা বাষ্পনল;

(খ) কোন রেল বা সড়ক পরিবহন (যানবাহন) এ ব্যবহৃত বয়লার বা বাষ্প নল।

৪। কর্মপরিধি।-

(ক) বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট আমদানিঃ এই আইনের বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রধান বয়লার পরিদর্শক এর নিকট হতে আমদানির ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট আমদানি করিতে পারিবেন।

(খ) বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট নির্মাণঃ এই আইনের বিধান অনুসারে পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট নির্মাণ করিতে পারিবেন।

(গ) বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট ব্যবহারঃ এই আইনের বিধান অনুসারে বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্টের মালিক আবশ্যিকভাবে ধারা ৬ ও ৭ অনুযায়ী যথাক্রমে বয়লার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের বিধান অনুসরণপূর্বক বয়লার ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(ঘ) বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট মেরামতঃ এই আইনের বিধান অনুসারে পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বয়লার ও বয়লার কম্পোনেন্ট মেরামত করিতে পারিবেন।

৫। নির্মাণ ও মেরামত।-

(১) এ আইনের বিধান অনুসারে কোন বয়লার বা বয়লার কম্পোনেন্ট নির্মাণ করিতে হইলে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ এর তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করিতে হইবে।

(২) এ আইনের বিধান অনুসারে কোন বয়লার বা বয়লার কম্পোনেন্ট মেরামত করিতে হইলে পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে মেরামত করিতে হইবে।

(৩) এ আইনের বিধান অনুসারে কোন বয়লার বা বয়লার কম্পোনেন্ট এর ওয়েল্ডিং কাজ পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) এ আইনের বিধান অনুসারে কোন বয়লার বা বয়লার কম্পোনেন্ট এর ওয়েল্ডিং পরীক্ষণের কাজ পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৬। নিবন্ধন।- (১) এই আইনের বিধান অনুসারে কোন বয়লার ব্যবহার করিতে হইলে, উহার মালিককে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে বয়লার নিবন্ধন করিতে হইবে।

(২) বয়লার নিবন্ধনের পর অনধিক বার মাসের জন্য বয়লার এর মালিককে সনদপত্র প্রদান করা যাইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে বয়লার নিবন্ধিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্যে মালিককে বয়লারের গায়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে নিবন্ধন নম্বর অঙ্কন অথবা সংযোজন করিতে হইবে।

৭। সনদপত্র নবায়ন।- (১) বয়লার ব্যবহারের জন্য সনদপত্র কার্যকর থাকিবে না-

(ক) যখন অনুমোদিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়; অথবা

(খ) যখন বয়লারে কোন দুর্ঘটনা ঘটে; অথবা

(গ) যখন বয়লারের মালিকানা, স্থান বা ঠিকানা পরিবর্তন বা মেরামত করা হয়; অথবা

(ঘ) যখন বয়লারের অথবা বাষ্প নলের ভিতরে বা বাহিরে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন বা সংযোজন করা হয়;

(২) ধারা ১(ক) এ বর্ণিত সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও যদি কোন বয়লারের মালিক সনদপত্র নবায়নের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আবেদনপত্র দাখিল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আদেনপত্রের উপর আদেশ জারী বিবেচনাধীন থাকাকালীন পূর্বের সনদপত্রে নির্ধারিত সর্বোচ্চ চাপে বয়লারটি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই বয়লার ব্যবহারকারীকে প্রধান বয়লার পরিদর্শক এর নিকট নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে; অন্যথায় তা বয়লার চালনাকে অবৈধ বলিয়া গণ্য করিবে।

৮। **সাময়িক আদেশ।**— কোন পরিদর্শক ধারা ৬ অথবা ৭ এর অধীন কোন বয়লার পরিদর্শনে সন্তোষজনক মনে করিলে বয়লারটি ব্যবহারের জন্য লিখিতভাবে বয়লারের মালিককে সাময়িক আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। এইরূপ সাময়িক আদেশের কার্যকারিতা সমাপ্ত হইবে-

(ক) এই আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয়মাস অতিক্রান্ত হইবার পর; অথবা

(খ) উপ প্রধান পরিদর্শকের নিকট হইতে কোন আদেশ প্রাপ্তির পর।

৯। **বয়লার ব্যবহারে বিধি নিষেধ।**— এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, কোন বয়লারের মালিক অনিবন্ধিত বা অপ্রত্যায়িত বয়লার ব্যবহার করিতে অথবা বয়লারটি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না।

১০। **সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ বাতিল।**- পরিদর্শকের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা নিম্নবর্ণিত কারণে যে কোন সময়ে কোন সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে।

(ক) সনদপত্র বা সাময়িক আদেশ প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত হইলে অথবা ভুলক্রমে অথবা যথেষ্ট পরীক্ষা ব্যতিরেকে উহা মঞ্জুর করা হইলে; অথবা

(খ) যে বয়লারের জন্য এই সনদপত্র বা আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, যদি তাহা ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা কর্ম-উপযোগী না থাকে; অথবা

(গ) উপযুক্ত সনদপত্রধারী ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন বয়লার না থাকে।

তবে শর্ত থাকে যে, সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ প্রত্যাহার বা বাতিল করা হইলে, বয়লারের মালিককে লিখিতভাবে প্রত্যাহার বা বাতিলের কারণ অবহিত করিতে হইবে এবং এই ধরনের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে সাত দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর হইবে না।

১১। **বয়লার এর কাঠামোগত পরিবর্তন।**- (১) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন বয়লার এর কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এ আইনের অধীন কোন বয়লারের কাঠামোগত পরিবর্তন স্বীকৃত কোন বয়লার মেরামতকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করিতে হইবে।

১২। **বাষ্প নলের পরিবর্তন।**- (১) এই আইনের অধীনে কোন নিবন্ধিত বয়লারের বাষ্প নলের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এ আইনের অধীন কোন বয়লারের বাষ্প নলের পরিবর্তন স্বীকৃত কোন বয়লার মেরামতকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করিতে হইবে।

১৩। **পরীক্ষণের সময় মালিকের দায়িত্ব।**- (১) এই আইনের অধীনে কোন বয়লার পরীক্ষণের জন্য নির্ধারিত তারিখে বয়লারের মালিক নিম্নবর্নিত দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন -

(ক) তিনি পরীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য পরিদর্শককে প্রয়োজনীয় সকল রকম সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গতভাবে যে সকল তথ্য চাওয়া হইবে তাহা প্রদান করিবেন;

(খ) বয়লারটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষণ কাজের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত রাখিবেন; এবং

(গ) বয়লার এর নির্ধারিত নকশা, বিনির্দেশিকা, সনদপত্র এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করিবেন।

১৪। **সনদপত্র, সাময়িক আদেশ ইত্যাদি উপস্থাপন।**- এই আইনে "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" যখনই কোন বয়লার এর সনদপত্র বা সাময়িক আদেশ উপস্থাপন করিতে বলিবেন তখনই তাহা কোন মালিক উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৫। **সনদপত্র, সাময়িক আদেশ ইত্যাদি হস্তান্তর।**- যদি কোন ব্যক্তি সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ বলবৎ থাকাকালীন কোন বয়লারের মালিক হন, তাহা হইলে পূর্বের মালিক সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ তাহার নিকট হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৬। প্রবেশের অধিকার।- কোন পরিদর্শক, যে এলাকার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত সেই এলাকার মধ্যে কোন স্থান বা ভবন যেখানে কোন বয়লার ব্যবহার করা হইতেছে মর্মে তিনি ধারণা করেন সেখানে যুক্তিযুক্ত যে কোন সময়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১৭। দুর্ঘটনার প্রতিবেদন।-

(১) যদি কোন বয়লার অথবা বাষ্প নলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে মালিক দুর্ঘটনা ঘটিবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লিখিতভাবে পরিদর্শকের নিকট এই দুর্ঘটনার প্রতিবেদন পেশ করিবেন। এই ধরণের প্রতিটি প্রতিবেদনে দুর্ঘটনার প্রকৃতি, বয়লার অথবা বাষ্পনলের ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ উল্লেখ থাকিবে এবং তাহা এমনভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করিতে হইবে যাহাতে পরিদর্শক দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে সক্ষম হন।

(২) দুর্ঘটনার কারণ, প্রকৃতি অথবা ব্যাপ্তি সম্পর্কে লিখিতভাবে পরিদর্শক যে তথ্য জানিতে চাহিবেন সেই সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তি তাহার জ্ঞান ও জানামতে সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৮। প্রধান পরিদর্শকের নিকট আপীল।- যদি কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, তিনি নিম্নবর্ণিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন-

(ক) এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কোন পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত বা ঈপ্সিত কোন আদেশ দ্বারা; অথবা

(খ) এই আইনের অধীনে করা যায় বা জারী করা যায় এবং তিনি পাইতে পারেন অথবা পাওয়ার অধিকারী এমন কোন আদেশ প্রদান করিতে অথবা সনদপত্র প্রদান করিতে যদি কোন পরিদর্শক অস্বীকার করেন, তাহা হইলে এইরূপ আদেশ অথবা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি জানানোর তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি প্রধান পরিদর্শকের নিকট এই আদেশ অথবা প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন।

১৯। আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল।- কোন ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, তিনি প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় মূলে প্রদত্ত আদেশ অথবা আপীল আদেশের কারণে সংক্ষুব্দ হইয়াছেন-

(ক) কোন বয়লার নিবন্ধনের অস্বীকৃতি অথবা কোন বয়লার সম্পর্কিত সনদপত্র অনুমোদন অথবা নবায়ন করিতে অস্বীকৃতি; অথবা

(খ) আবেদনকৃত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য সনদপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি; অথবা

(গ) কাঙ্খিত সর্বোচ্চ চাপমাত্রায় বয়লার ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদান করিয়া সনদপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি; অথবা

(ঘ) কোন সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ প্রত্যাহার বা বাতিল; অথবা

(ঙ) কোন সনদপত্রে নির্ধারিত চাপমাত্রা কমিয়ে দেওয়া অথবা যে সময়ের জন্য সনদপত্র প্রদান করা হইয়াছে তাহার মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া; অথবা

(চ) কোন বয়লার অথবা বাষ্প নলে কাঠামোগত পরিবর্তন বা সংযোজন করিতে আদেশ প্রদান অথবা বয়লারের কোন কাঠামোগত পরিবর্ধন, পরিবর্তন অথবা সংযোজনের অনুমোদন প্রত্যাখ্যান;

তাহা হইলে তিনি এইরূপ আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রধান পরিদর্শকের উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন।

২০। আদেশের চূড়ান্ততা।- ১৯ ধারায় আপীল কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ এবং ১৮ ও ১৯ ধারার অন্য কোন বিধান না থাকিলে, প্রধান পরিদর্শক অথবা উপ-প্রধান পরিদর্শক অথবা কোন পরিদর্শকের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন আদালতে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা যাইবে না।

২১। অপরাধ ও শাস্তি।–

(ক) কোন মালিক যদি-

(১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সনদপত্র বা সাময়িক আদেশ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন, অথবা

(২) নতুন মালিকের নিকট সনদপত্র বা সাময়িক আদেশ হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করেন বা যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই উহা করিতে অবহেলা করেন, অথবা

(৩) বয়লারের জন্য অনুমোদিত নিবন্ধন নম্বর বয়লারের গায়ে স্থায়ীভাবে অঙ্কন বা সংযোজন করিতে ব্যর্থ হন

তাহা হইলে উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে এবং উপরোক্ত যে কোন একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য তাহাকে অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে।

(খ) যদি কোন মালিক নিবন্ধিত বয়লার-

(১) অনুমোদন ব্যতীত স্থান পরিবর্তন করিয়া ব্যবহার করেন; অথবা

(২) অনুমোদন ব্যতীত বয়লার এর মালিকানা পরিবর্তন করিয়া ব্যবহার করেন; অথবা

(৩) প্রধান বয়লার পরিদর্শক এর পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে যথাক্রমে বয়লার বা বাষ্পনলের কোন কাঠামোগত পরিবর্তন করেন; অথবা

(৪) বয়লার এ ব্যবহৃত পানির মান মাত্রা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বয়লার ব্যবহার করেন;

তাহা হইলে উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে এবং উপরোক্ত যে কোন একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য তাহাকে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে।

(গ) কোন মালিক যদি-

(১) এই আইনের অধীন যেক্ষেত্রে বয়লার ব্যবহারের জন্য নিবন্ধন প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে যদি নিবন্ধন ব্যতীত বয়লার ব্যবহার করেন; অথবা

(২) কোন নিবন্ধিত বয়লার নির্ধারিত সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপের বেশি চাপে ব্যবহার করেন অথবা বয়লারের সেফটি ভালব টেম্পারের মাধ্যমে এমন অবস্থা করেন, যে কারণে এই আইনের অধীনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপে বয়লার ব্যবহার করা সম্ভব না হয়; অথবা

(৩) বয়লার বা বাষ্প নলের কোন দুর্ঘটনার রিপোর্ট করিতে ব্যর্থ হন;

তাহা হইলে উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে এবং উপরোক্ত যে কোন একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য তাহাকে অনধিক এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা যাইবে।

(ঘ) ধারা ৭(২) এ বর্ণিত অবস্থা ব্যতিত ২১(ক)(খ) ও (গ) ধারায় উল্লেখিত অপরাধ সংঘটন ছাড়াই যদি কোন মালিক এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন বয়লার সনদপত্র বা সাময়িক আদেশ ব্যতীত ব্যবহার করেন;

তাহা হইলে তাহাকে সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর প্রতিদিনের জন্য অনধিক এক হাজার টাকা হারে জরিমানা করা যাইবে।

(ঙ) যদি কোন মালিক বা ব্যক্তি -

(১) এই আইন অথবা এতদ্দারা রহিতকৃত কোন আইনের বিধান অনুসারে বয়লারের গায়ে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত বা সংযোজিত নিবন্ধন নম্বর অপসারণ, পরিবর্তন, বিকৃত বা অদৃশ্যমান করেন অথবা বরাদ্দকৃত নির্ধারিত নিবন্ধন নম্বর ছাড়া অন্য কোন নম্বর বয়লারের গায়ে প্রতারণামূলকভাবে অঙ্কন অথবা সংযোজন বা অন্য কোনভাবে টেম্পার করেন, তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ দুই বৎসরের কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) এই আইনের পরিপন্থি কোন বয়লার তৈরি করেন তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ তিন বৎসরের কারাদন্ড অথবা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(চ) এই আইনের অধীন বয়লার নির্মাণ বা ব্যবহার বিষয়ক যে কোন অপরাধ উৎঘাটনের পর প্রধান বয়লার পরিদর্শক বা মোবাইল কোর্ট জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করিতে পারিবেন এবং বয়লারটির নির্মাণ বা ব্যবহার তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করিতে পরিবেন।

২২। মামলা দায়েরের সময়সীমা ও পূর্ব অনুমোদন।- এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের ছয় মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করিতে হইবে এবং প্রধান পরিদর্শকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত এই ধরনের কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

২৩। অপরাধের বিচার।—

(ক) প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নিম্নের কোন আদালতে এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের বিচার করা যাইবে না।

(খ) এই আইনের অধীন বয়লার নির্মাণ বা ব্যবহার বিষয়ক যে কোন অপরাধ উৎঘাটনের পর মোবাইল কোর্ট বিচার কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

২৪। বোর্ড গঠন।-

(ক) এই আইনের অধীন প্রবিধি বা বয়লার কোড প্রণয়ন বা সংশোধন এর লক্ষ্যে 'বয়লার বোর্ড' নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে।

(খ) এই আইনের অধীন বয়লার পরিচালনার জন্য সনদ প্রদানের নিমিত্তে 'বয়লার পরিচালনা প্রকৌশলী পরীক্ষক বোর্ড' নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে।

(গ) এই আইনের অধীন বয়লার পরিচারণার জন্য সনদ প্রদানের নিমিত্তে 'বয়লার পরিচারক পরীক্ষক বোর্ড' নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে।

২৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন উদ্দেশ্যে এই আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

২৬। প্রবিধি বা কোড প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন উদ্দেশ্যে এই আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া প্রয়োজনীয় প্রবিধি বা বয়লার কোড প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

২৭। বিধি অমান্যের জরিমানা।- ২৫ এর অধীনে প্রণীত বিধি পরিপন্থি কোন কিছু শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে যাহা ভঙ্গের জন্য অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে।

২৮। বিধি ও প্রবিধিমালা প্রকাশ।-

(১) ধারা ২৫ ও ২৬ এর অধীন বিধি ও প্রবিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাক-প্রকাশনা সাপেক্ষে, কার্যকর হইবে।

(২) এইরূপে প্রণীত বিধি ও প্রবিধিমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং প্রকাশের পর উহা এইরূপভাবে কার্যকর হইবে যেন তাহা এই আইনের বিধান।

২৯। ফি ইত্যাদি আদায়।- এই আইনের অধীন আরোপিত সকল ফি, খরচ এবং জরিমানা ভুমি রাজস্বের বকেয়া আদায়ের ন্যায় আদায়যোগ্য হইবে।

৩০। অব্যাহতি এবং জরুরী অবস্থায় ক্ষমতা স্থগিতকরণ।-

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন বয়লার অথবা কোন শ্রেণী বা ধরণের বয়লার যাহা শুধুমাত্র ভবনে তাপ প্রদান অথবা গরম পানি সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হয় তাহা, উহার মতে উপযুক্ত শর্তাবলী ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, এই আইনের আওতা বহির্ভূত রাখিতে পারিবে।

(২) জরুরী অবস্থায়, সরকার লিখিতভাবে সাধারন বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোন বয়লার অথবা বাষ্প নলকে এই আইনের আওতা বহির্ভূত রাখিতে পারিবে।

৩১। মূল পাঠ ও ইংরেজিতে পাঠ।— এ আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজিতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩২। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) এই আইনের-দ্বারা "বয়লার আইন, ১৯২৩" রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিত আইনের আওতায় যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন হইয়াছে তাহা এই আইনের অধীন সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন জারির তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অধীনে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।